সমকাল

তারিখ 12 JUN 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

অবসর ভাতা ও কল্যাণ ট্রাস্টের চাঁদা বাড়ছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের 'অবসর সুবিধা' ও 'কল্যাণ ট্রাস্টে'র জন্য বেতন থেকে কেটে রাখা চাঁদার পরিমাণ বাড়ছে। নতুন নীতিমালায় কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য বেতনের ৪ শতাংশ কেটে রাখা হবে। এটা বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৫ জুন গেজেট জারি করেছে। আর অবসর সুবিধা বাবদ কেটে রাখা হবে বেতনের ৬ শতাংশ।

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মো. শাজাহান আলম সাজু গতকাল বুধবার সমকালকে জানান, বর্তমানে কল্যাণ ট্রাস্টের চাঁদা বাবদ বেতনের ২ শতাংশ টাকা কেটে রাখা হয়। এখন সেটা বাড়িয়ে ৪ শতাংশ করা হয়েছে। অবসর সুবিধা বাবদ একজন এমপিওভুক্ত শিক্ষকের বেতনের ৪ শতাংশ কেটে রাখা হয়। তা বাড়িয়ে ৬ শতাংশ করা হচ্ছে। এ বিষয়ের গেজেট আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা হতে পারে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সারাদেশে বর্তমানে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা মিলিয়ে ২৬ হাজার ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ লাখ ৭৭ হাজার ৩২০ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্ত হিসেবে সরকারি বেতন পান। তাদের বেতন-ভাতা বাবদ প্রতি মাসে সরকারের ব্যয় হয় ৬৫৮ কোটি ৯৬ লাখ ৯৫ হাজার ৯০৬ টাকা। এ টাকা থেকে অবসর ও কল্যাণ সুবিধা বাবদ যথাক্রমে ৪ ও ২ শতাংশ টাকা কেটে রাখা হয়।

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী

সূত্র আরও জানায়, প্রতি মাসে সারাদেশে প্রায় পাঁচ শতাধিক বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী চাকরি থেকে অবসরে যান। তাদের 'অবসর সুবিধা' ও 'কল্যাণ ট্রাস্টে'র অর্থ দিতে প্রয়োজন হয় ৩৬ কোটি টাকা। কিন্তু বেতন থেকে ৪ ও ২ শতাংশ হারে কেটে রাখা চাঁদা ও ব্যাংকের মুনাফা থেকে সরকারি দুটি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড এবং বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের প্রতি মাসের আয় হয় ১৮ কোটি টাকা। ফলে প্রতি মাসে ঘাটতি থাকে ১৮ কোটি টাকা। যে কারণে প্রতি মাসে যতজন শিক্ষক-কর্মচারী এই অর্থ পেতে আবেদন করেন, তাদের অর্ধেককে দেওয়া সম্ভব হয়। ফলে অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা জমতে জমতে বর্তমানে ৭০ হাজার ছাড়িয়েছে। অবসরে যাওয়ার পরও সাড়ে তিন থেকে চার বছর লাগছে এ অর্থ পেতে। সার্বিকভাবে এ প্রতিষ্ঠান দুটিতে চরম বন্ধ্যত্ব নেমে এসেছে। দুর্বিষহ যন্ত্রণায় পার করছেন অবসরে যাওয়া বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

অবসর ভাতা ও কল্যাণ

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই সরকার চাঁদা বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা আইন-২০০২-এর ১৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অবসর সুবিধা বোর্ড পরিচালনার বিষয়ে প্রবিধানমালা-২০০৫ প্রণীত হয়। এ প্রবিধানমালার ধারা ১০(১) অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা ২০০২ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে চালু হয়। ১৯৮০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রতি বছর চাকরির জন্য ২ মাসের এবং ২০০৫ সাল থেকে প্রতি বছরের জন্য ৩ মাসের সরকার প্রদত্ত বেতনের ওপর সর্বোচ্চ ২৫ বছর ধরে গণনা করে সেই পরিমাণ টাকা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান বিধিমালা অনুসারে, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বয়স ৬০ বছর অথবা চাকরিকাল ২৫ বছর পূর্ণ হলে পূর্ণ অবসরপ্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করেন।